Q No.

Lecture : 3

■ তদ্ অভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থানুভবঃ। অর্থাৎ যেখানে প্রকারতাবিশিষ্ট ধর্মটি থাকে না, সেখানে যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয়, তাহলে তা অযথার্থ অনুভব হবে।

■ যেমন- অন্ধকারস্থলে রজ্জুতে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ হলে আমাদের 'অয়ং সর্পঃ' - এই আকারক অনুভব হয়। এই অনুভবে সর্পত্বধর্মটি প্রকার। সর্পত্বের অভাবের অধিকরণে রজ্জুতে সর্পত্বপ্রকারক অনুভব হওয়ায় তা অযথার্থ অনুভব।

■ সংযোগস্থলে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। হস্ত ও লেখনীসংযোগ হলে হস্তঃ লেখনীসংযোগবান ও বটে, আবার লেখনীসংযোগাভাববান ও বটে। উভয়ই যথার্থ অনুভব। কিন্তু অযথার্থ অনুভবের লক্ষণটি যথার্থ অনুভবে সমন্বয় হয়ে যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

* লেখনীসংযোগ = প্রকার
হস্ত ঐ লেখনীসংযোগরূপ প্রকারের অভাবের অধিকরণ।

কিন্তু লেখনীসংযোগের অভাবের অধিকরণে লেখনীসংযোগ প্রকারক অনুভব হয়ে যাচ্ছে। তাই উক্ত দোষ হচ্ছে।

■ এই অতিব্যাপ্তি বারণে বলা হয়েছে: "যদবচ্ছেদে যৎসম্বন্ধাভাবঃ তদবচ্ছেদে তৎসম্বন্ধ কোনস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।"

[যে দেশে যার সম্বন্ধের অভাব থাকে, সেই দেশে তার সম্বন্ধের কোনই অযথার্থ অনুভব। হস্তের যে দেশে লেখনীসংযোগ নেই, সেই দেশে যদি লেখনী-সংযোগের জ্ঞান হয় তাহলে তা অযথার্থই হবে।

[* তৎ = লেখনীসংযোগ, তৎ অভাব = লেখনীসংযোগাভাব
তদভাববতি = লেখনীসংযোগাভাববান হস্ত]